চিকিৎসা সেবা আইন ২০১৬ সম্পর্কে প্রশ্নমালা
স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় কর্তৃক “চিকিৎসা সেবা আইন ২০১৬(খসড়া)” মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইটে জনসাধারণের মতামতের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়া হয়। ২২/১/২০১৭ তারিখের মাঝে আইন সম্পর্কিত মতামত ইমেইলের মাধ্যমে অথবা হার্ডকপি মন্ত্রণালয়ে পৌঁছে দিতে নির্দেশ দেয়া হয়। বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ এবং চিকিৎসকদের সুবিধার্থে আমরা আইনের বিভিন্ন ধারা হুবহু বা আংশিক উল্লেখপূর্বক এখানে মতামতের জন্য প্রদান করছি। আপনাদের প্রদত্ত সকল মতামত চিকিৎসক ও চিকিৎসা শিক্ষার্থীদের পক্ষে পরিচালিত [www.platform-med.org](http://www.platform-med.org) এর পক্ষ থেকে যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে সফট কপির অনুলিপি এবং মন্ত্রণালয়ের অনুমতি সাপেক্ষে হার্ডকপি পৌঁছে দেয়া হবে। সকলের কাছে অনুরোধ নিচের ফর্মটি পূরণ করুন, নিজেদের পেশার সম্মান সমুন্নত রাখতে উক্ত প্রশ্নমালা প্রিন্ট করে(গুগল ফর্ম ছাড়াও ওয়েব সাইট থেকে ওয়ার্ড ফাইল নামানো যাবে) বাংলাদেশের সকল স্তরের চিকিৎসক, চিকিৎসা শিক্ষার্থীর কাছে পৌঁছে দিন, নিজেদের যৌক্তিক মতামত প্রদান করুন এবং অবশ্যই সাধারণ মানুষ নিজেদের স্বাস্থ্য সেবা অক্ষুণ্ণ রাখতে এবং সর্বোচ্চ সেবা পেতে মতামত প্রদান করুন।

প্রস্তাবিত চিকিৎসা সেবা আইন ২০১৬ এর মূল বিষয়গুলো যেখানে চিকিৎসক ও সাধারণ মানুষের মতামত অতি জরুরীঃ

১ “...চিকিৎসা সেবা প্রদানের উদ্দেশ্যে সরকারি-বেসরকারি চিকিৎসা সেবা প্রতিষ্ঠানে বিদেশী চিকিৎসা সেবা প্রদানকারী নিয়োগ করা যাইবে(ধারা ১৮)”-আপনি কি মনে করেন বিদেশী চিকিৎসকদের বাংলাদেশে প্র্যাকটিস আইনত বৈধ করা উচিত?

২ ক) “...আইনের বিধান লঙ্ঘনজনিত অপরাধসমূহের তদন্ত ও বিচার কার্যক্রম ফৌজদারী কার্য বিধি, ১৮৯৮ এর আওতায় পরিচালিত হবে(ধারা ২১/২)”-আপনি কি মনে করেন “চিকিৎসকদের পেশাগত দায়িত্ব পালনে বা চিকিৎসা প্রদানে অবহেলা(ধারা ২০/১)” চিকিৎসকদের ইচ্ছাকৃত, শত্রুতাবশত অপরাধ?

 খ) চিকিৎসা অবহেলা ইচ্ছাকৃত, শত্রুতাবশত না হলে আপনি কি মনে করেন তার তদন্ত ও বিচার ফৌজদারী কার্যবিধি ১৮৯৮ এর আওতায় পরিচালিত হওয়া উচিত?

 গ) “অবহেলা অর্থ “...সেবা গ্রহীতার প্রাপ্য সেবা প্রদান না করা(ধারা ২/২)”-আপনি কি মনে করেন চিকিৎসকদের দায়িত্ব-কর্তব্য, সীমাবদ্ধতা ও দায়মুক্তি চিহ্নিত না করে চিকিৎসায় “অবহেলা” সঠিকভাবে সংজ্ঞায়িত ?

৩ “চিকিৎসা সেবা বাবদ আদায়কৃত...ফিস এর রশিদ সেবাগ্রহীতা...কে প্রদান পূর্বক উক্ত রশিদের অনুলিপি সংরক্ষণ করিতে হইবে(ধারা ১০/৩)”-আপনি কি মনে করেন বুদ্ধিবৃত্তিক সেবার মূল্য রশিদের বিনিময়ে হস্তান্তর পেশাজীবীদের জন্য স্বস্তিদায়ক বা সস্মানজনক হবে( চিকিৎসক/আইনজীবী/স্থপতি/শিক্ষকদের টিউশনের ফিস)?

৪ “স্বাস্থ্য সেবা প্রদানকারী ব্যক্তির প্রতি হুমকি প্রদান, ভীতি প্রদর্শন, দায়িত্ব পালনে বাধা প্রদান, আঘাত করা সহ... সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের কোন সম্পত্তির ক্ষতি সাধন...অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে(ধারা ২০/২)”, “সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি অনধিক ৫(পাঁচ) লক্ষ টাকা অর্থ দণ্ড বা ৩(তিন) বছর কারাদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবে(ধারা ২২/২)”-আপনি কি মনে করেন এই মাত্রার কেবল মাত্র অর্থদণ্ড ও কারাদণ্ড চিকিৎসা সেবা প্রদানকারী ও প্রতিষ্ঠানকে পূর্ণ সুরক্ষা প্রদানে পর্যাপ্ত?

৫ “সরকার কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা বা লাইসেন্স প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ বা তৎকর্তৃক ক্ষমতা প্রাপ্ত কোন কর্মকর্তার লিখিত অভিযোগ ব্যতিত কোন আদালতে এই আইনের অধীনে সংঘটিত কোন অপরাধ বিচারের জন্য গ্রহণযোগ্য হইবে না। তবে শর্ত থাকে যে ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তি বা তাহার প্রকৃত অভিভাবক অভিযুক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট লিখিত অভিযোগ করিতে পারিবেন(ধারা ২১/৩)”-আপনি কি মনে করেন এটি সংবিধানের ২৭ নং অনুচ্ছেদ “সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকারী” এর সাথে সাংঘর্ষিক? (কারণ এই আইনে ক্ষতিগ্রস্থ্ ব্যক্তি সরাসরি আইনের আশ্রয় নিতে অসমর্থ হবেন, তাকে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান বা নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের নিকট লিখিত অভিযোগ করা হলে সে প্রতিষ্ঠানের বা নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আদালতে অভিযোগ দায়ের করবেন)।

প্রস্তাবিত চিকিৎসা সেবা আইন ২০১৬ এর আনুষঙ্গিক ধারাগুলো যেখানে চিকিৎসক ও সাধারণ মানুষের মতামত প্রয়োজনঃ

১ আপনি কি মনে করেন প্রস্তাবিত চিকিৎসা সেবা আইন ২০১৬(ধারা ২/৩) সম্পর্কিত বাংলাদেশ মেডিকেল ও ডেন্টাল কাউন্সিল আইন ২০১০(চিকিৎসা অবহেলা সম্পর্কিত ধারা অনুপস্থিত), ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯(অবহেলার জন্য স্বাস্থ্য/জীবনহানীর শাস্তি অনুর্ধ ৩ বছর কারাদণ্ড বা ২ লক্ষ টাকা জরিমানা), আইন কমিশনের প্রস্তাবিত স্বাস্থ্য সেবা আইন ২০১৬(অবহেলার বিচারিক কার্যক্রম দেওয়ানী কার্যবিধি, ১৯০৮ অনুযায়ী হবে), স্বাস্থ্য নীতি ২০১১(অন্যতম মূলনীতি টেলিমেডিসিন ও আইসিটির ব্যবহার, জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণে নীতিমালা প্রণয়ন) এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ?

২ প্রস্তাবিত আইনে বিএমডিসি এক্ট ২০১০ অনুসারে নিবন্ধিত চিকিৎসকগণ “চিকিৎসক” হিসেবে বিবেচিত হবে(ধারা ২/৭)। আপনি কি মনে করেন বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে ওষুধের দোকানদার, পল্লী চিকিৎসক থেকে শুরু করে মেডিকেল এসিস্ট্যান্ট, ফিজিওথেরাপিস্টসহ অন্যান্য চিকিৎসা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি যারা চিকিৎসক উপাধি ব্যবহার করে জনগণের চিকিৎসা প্রয়োজন মিটিয়ে যাচ্ছে তাদের এই আইনে অন্তর্ভুক্তকরণ পূর্বক নিয়ন্ত্রণের বাইরে রেখে আপনি কি মনে করেন চিকিৎসা সেবা আইন ২০১৬ এর মাধ্যমে “নাগরিকদের নিরাপদ ও মান সম্মত চিকিৎসা প্রদান(আইনের প্রস্তাবনা)” সম্ভব হবে?

৩ আপনি কি মনে করেন বেসরকারি চিকিৎসা সেবা কেন্দ্র স্থাপনের শর্ত, পরিচালনা, লাইসেন্স প্রদান ও বাতিল, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, সেবার মান ইত্যাদি চূড়ান্ত করবার পূর্বে এ সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলোর বিস্তারিত প্রকাশ পূর্বক চিকিৎসকদের মতামত গ্রহণ আবশ্যক?(খসড়ায় গুরুত্বপূর্ণ এরকম অনেক বিষয়ের বিস্তারিত নেই)

৪ “...অফিস সময় ব্যতিত...নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের লিখিত পূর্বানুমোদন সাপেক্ষে বেসরকারি চিকিৎসা সেবা প্রতিষ্ঠানে বা ব্যক্তিগত চেম্বারে ফিস গ্রহণপূর্বক সেবা প্রদান করতে পারবেন, তবে শর্ত থাকে যে, নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ জনস্বার্থে যে কোন সময় উক্ত অনুমতি স্থগিত বা বাতিল করিতে পারিবে(ধারা ৯/১/খ”-আপনি কি মনে করেন স্বাধীন চিকিৎসা পেশায় নিয়োজিত থেকে দেশের জনগণের সেবা প্রদানে উক্ত ধারাটির অপপ্রয়োগ বাঁধা সৃষ্টি করতে পারে?

৫ আইন শৃঙ্খলা রক্ষায় তথ্য প্রদান-“...লাঞ্ছিত বা প্রহৃত হওয়ার ক্ষতি, যে কোন ধরনের আঘাতজনিত ক্ষতি...অফিসার ইন চার্জকে সংশ্লিষ্ট স্বাস্থ্য সেবাদান প্রদানকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক লিখিতভাবে অবহিত করিতে হইবে(ধারা ১৭/১)”-আপনি কি মনে করেন সার্টিফিকেট প্রদান সংক্রান্ত কারণে চিকিৎসকগণ যে পরিমাণ চাপ, পেশী শক্তি প্রদর্শনের শিকার হোন সে সম্পর্কে কোন সুরক্ষার ব্যবস্থা ব্যতিত এ নিয়ম প্রচলন চিকিৎসকদের নিরাপত্তা আরো হুমকির মুখে ফেলে দেবে?

৬ “বিদেশী অর্থায়নে সম্পূর্ণ বা অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে বেসরকারি চিকিৎসা সেবা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা যাইবে(ধারা ১৯/১)”-আপনি কি মনে করেন মান, মানব সম্পদ ও দেশীয় পুঁজি বিবেচনায় বাংলাদেশের এ ধরনের উদ্যোগের এ মূহুর্তে প্রয়োজন আছে?

৭ “চিকিৎসা প্রদান সংক্রান্ত অভিযোগ আদালতে আনীত হইলে উক্ত আদালতে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ও অন্য একজন চিকিৎসকসহ নূন্যতম তিন সদস্য বিশিষ্ট তদন্ত কমিটির প্রতিবেদন ব্যতিরেকে কোন অভিযোগ আমলে গ্রহণ করিবে না” আপনি কি মনে করেন-“থানায় এজাহার পাওয়ার পর চিকিৎসকের অবহেলার অভিযোগ তদন্ত করতে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের একটি কমিটি গঠন করতে হবে ৯-৯-২০১৩ তারিখে হাইকোর্টের রুল” প্রস্তাবিত এ ধারায় অনুসরণ করা হয়েছে”?

৮ প্রস্তাবিত “আইন বলবৎ হইবার সঙ্গে সঙ্গে THE MEDICAL PRACTICE AND PRIVATE CLINICS AND LABORATORIES (REGULATION) ORDINANCE, 1982 এবং THE MEDICAL PRACTICE AND PRIVATE CLINICS AND LABORATORIES (Amendment) ORDINANCE, 1984 বাতিল হইবে(ধারা ২৭)”-আপনি কি মনে করেন পূর্ববর্তী আইনে বিদ্যমান গুরুত্বপূর্ণ শিডিউল যেমন প্রতিষ্ঠান পরিচালনার নূন্যতম জনবল(চিকিতস্ক, নার্স, পরিচ্ছন্নতাকর্মী), নূন্যতম যন্ত্রপাতি ও চিকিৎসা সরঞ্জাম, বিভিন্ন অপারেশন ও প্রসিডিউরের খরচ হালনাগাদপূর্বক উল্লেখ না করলে চিকিৎসা সেবা আইন ২০১৬ যুগোপযোগী হবে?

এই প্রশ্নমালা কেবল মাত্র আইনে উল্লেখিত ধারাগুলো (ইনভার্টেড কমার ভেতর) সম্পর্কিত, দেশের প্রচলিত আইন, প্রস্তাবিত স্বাস্থ্য সেবা আইন ২০১৬ বা আন্তর্জাতিক সংশ্লিষ্ট আইনের কোন আলোচনা প্রশ্নমালায় স্থান পায়নি বা প্রস্তাব করা হয়নি। আগ্রহীরা প্রতিটি প্রশ্নের সাথে যুক্ত কমেন্ট অংশে এ সম্পর্কে আপনার মতামত তুলে ধরতে পারেন।

আপনার মন্তব্য(উত্তর বিস্তারিত হলে পৃষ্ঠা যুক্ত করুন)

আপনার নাম, পেশাগত বিস্তারিত(পদবী ও কর্মস্থল), ফোন নাম্বারঃ

আপনার ইমেইল